উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলেন। দ্বান্দ্বিকতার সূত্রের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে-কোনো গতিই হল প্রকৃতপক্ষে অগ্রগতি, অর্থাৎ চলন সবসময়েই অগ্রগমন। **দ্বিতীয়ত,** এই প্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে অনিবার্যভাবে বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়। তাঁর দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন আশাবাদের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিরোধিতাকে জয় করে উন্নতি সুনিশ্চিত করা যায়। তাঁর আলোচনা-পদ্ধতি পরবর্তীকালের চিন্তাবিদদের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গুরুত্ব

রাষ্ট্রতত্ত্ব
(Theory of State)

হেগেলের রাষ্ট্রদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হল রাষ্ট্র। তাঁর চিন্তাভাবনায় দ্বন্দ্ববাদ ও রাষ্ট্রতত্ত্ব অভিন্ন ছিল। কারণ, তিনি দ্বন্দ্ববাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্ব তাঁর দার্শনিক সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো তত্ত্ব নয়। তাঁর দর্শন অনিবার্যভাবেই জন্ম দিয়েছে রাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিশেষ ধারণার। হেগেলীয় ভাববাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব সুসংবদ্ধভাবে গ্রথিত রয়েছে তাঁর *ফিলসফি অব্ রাইট* নামক গ্রন্থে এবং এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয়ই হল রাষ্ট্র। **হেগেল** নিজেই বলেছেন যে, এই গ্রন্থে তিনি নানারূপ বৌদ্ধিক ধারণা ও প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন, যেগুলির সাহায্যে 'রাষ্ট্র' নামক পূর্ণাঙ্গ ধারণাটির উপলব্ধি সম্ভব হবে। হেগেলীয় ধারণায় অধিকার ও আইন নৈতিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রয়েছে। আবার, রাষ্ট্রের মধ্যেই আইন, স্বাধীনতা ও নৈতিকতার সার্থক প্রকাশ ঘটে। উল্লিখিত গ্রন্থে হেগেল এইসব সম্পর্ককে দ্বান্দ্বিক যুক্তির বিন্যাসে সংগঠিত করে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন।

হেগেলের রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্র

হেগেল রাষ্ট্র সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। কারণ, তিনি রাষ্ট্রকে মর্তের বুকে আবির্ভূত স্বর্গীয় মহাভাব বলে মনে করতেন। রাষ্ট্র হল অধ্যাত্মশক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। তাঁর মতে, ঐশ্বরিক ইচ্ছার বাস্তব রূপ রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। **ডব্লিউ. এম. ম্যাকগভর্ন** (W.M. McGovern)-এর মতে, হেগেলের রাষ্ট্র-সংক্রান্ত এই ধারণাকে এক অর্থে ষোড়শ শতাব্দীর রাজার ঐশ্বরিক অধিকার-সংক্রান্ত মতবাদের পুনরুজ্জীবন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[২০] ষোড়শ শতকে এই মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল যে, রাষ্ট্র বা সরকার মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট নয়, ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই ব্যক্তির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার চরম ও ঐশ্বরিক অধিকার তাঁদের রয়েছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় চিন্তাধারা এই মতবাদ থেকে অনেকটা সরে এসেছিল। ষোড়শ শতকের যে-মতবাদ মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, তাকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল হেগেলের উদ্দেশ্য। চুক্তি মতবাদীদের মতো তিনি রাষ্ট্রকে চুক্তির ফল বলে মনে করতে পারেননি। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ স্বাধীন ও সমক্ষমতার অধিকারী ছিল—এই মতবাদ তাঁর কাছে অযৌক্তিক ও হাস্যকর বলে মনে হয়েছিল। **হেগেলের** মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল হিংসা ও অবিচারে জর্জরিত এবং স্বাভাবিক আবেগের দ্বারা মানুষ পরিচালিত হত। তিনি মনে করতেন যে, প্রকৃতির রাজ্যে সবল দুর্বলকে শাসন করত বলে সেখানে প্রকৃত স্বাধীনতা বা সাম্য ছিল না। সুতরাং, স্বাধীন ও সমানাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল—এই তত্ত্ব হেগেলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্জন

হেগেলের মতে, রাষ্ট্র হল সুদীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের ফল। কোনো একটি বিশেষ স্থানে ও বিশেষ সময়ে মানুষ কর্তৃক রাষ্ট্র সৃষ্ট হয়নি। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাবসত্তা নিজেকে ব্যক্ত করে চলেছে এবং রাষ্ট্রের মধ্যেই তার চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা এসেছে। **হেগেল** বলেছেন যে, রাষ্ট্রের এই প্রকৃত ভাবস্বরূপ এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমে পরিবার, তার পর পুরসমাজ (Civil Society) এবং অন্তিম স্তরে রাষ্ট্র—একটি আর-একটির পরে গুরুত্ব অনুসারে হাজির হয়। **হেগেলের** মতে, পরিবার হল এমন একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান, যার মধ্য দিয়ে ভাবসত্তা প্রথমে আত্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়। যদিও মানুষের জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য পরিবারের উদ্ভব ঘটেছিল, তথাপি এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, পরিবারের সদস্যরা সকলেই ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। **হেগেলের** মতে, ঐক্যময় এই

রাষ্ট্রের দ্বান্দ্বিক বিবর্তন

পরিবারকে 'বাদ'-এর স্তর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পূরণের পক্ষে পরিবার খুবই ক্ষুদ্র বলে বিবেচিত হয়েছে, তখনই পুরসমাজের আবির্ভাব ঘটে। পুরসমাজের জীবনধারায় এক ধরনের সার্থকতা প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু একই সঙ্গে পুরসমাজে বিভেদ ও অনৈক্য তীব্র হতে থাকে। **হেগেলের** মতে, এই অনৈক্যের কিংবা পুরসমাজ হল 'বাদ'-রূপী পরিবারের বিরোধী হিসেবে 'প্রতিবাদ'। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে উচ্চ ঘটে 'সমাজ'-রূপী রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র হল সব ব্যক্তির মহামিলন ক্ষেত্র। এর মধ্যে এমন এক ঐক্য রয়েছে, যা লক্ষ করা যায় পরিবারের মধ্যে। আবার, একই সঙ্গে রয়েছে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য, যা হল পুরসমাজের বৈশিষ্ট্য। হেগেল মনে করতেন যে, দ্বান্দ্বিক বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে সর্বজনীন মন বা ভাবসত্তা নিজেকে প্রকাশ করে থাকে। এইভাবে হেগেল রাষ্ট্রকে একটি ঐশ্বরিক বা স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন।

হেগেলের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হল যুক্তির প্রকাশ। রাষ্ট্রের ইচ্ছার মধ্যে এক শাশ্বত, সর্বজনীন, আত্মসচেতন এবং আত্মনির্ভর শক্তি প্রকাশ পায়। এই ইচ্ছা হল এক বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত যুক্তির প্রকাশ মাত্র। রাষ্ট্রীয় ইচ্ছা-সংক্রান্ত হেগেলীয় ধারণাটি রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা'-তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। হেগেলের মতে, রাষ্ট্র কখনোই কোনোও বিশেষ ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয় না। তা সবসময়ই ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছার সঙ্গে সার্বিক ও যুক্তিময় ইচ্ছার সার্থক সমন্বয় ঘটায়। ব্যক্তির ইচ্ছার সঙ্গে রাষ্ট্রের ইচ্ছার সমন্বয়সাধনেই নৈতিক স্বাধীনতার সার্থকতা ঘটে। হেগেল মনে করতেন যে, রাষ্ট্র ব্যক্তিকতা ও সার্বিকতার মধ্যে এক নিবিড় ঐক্য স্থাপন করে এবং এই ঐক্যের মধ্যেই নিহিত থাকে ব্যক্তির সর্বোচ্চ আত্মিক ও নৈতিক কল্যাণ। তাঁর বক্তব্য হল এই যে, ব্যক্তিমানুষ তার যুক্তিহীন জৈবিক আবেগকে সামাজিক নৈতিকতার অধীন করতে পারলেই স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। রাষ্ট্র এরূপ নৈতিকতাকেই ঘনীভূত হতে সাহায্য করে। রাষ্ট্র মানুষকে তার ব্যক্তিগত স্বার্থের জগৎ থেকে তুলে নিয়ে এসে তাকে সাধারণ তথা সর্বজনীন স্বার্থের শামিল করে তোলে। তাই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ব্যক্তিমানুষ যথার্থ স্বাধীন হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির আত্মনুখী ইচ্ছাক্রিয়াকে অবদমিত করে ব্যক্তিস্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে দেয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষ ইতিবাচক ও অস্তিত্বব্যঞ্জক বিষয়গত স্বাধীনতা লাভ করে। **হেগেলের** মতে, রাষ্ট্র নিজে কোনো লক্ষ্যপূরণের মাধ্যম নয়। সে নিজেই নিজের পরম লক্ষ্য। তাই রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তি তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়।

ব্যক্তির ইচ্ছার সঙ্গে যুক্তিময় ইচ্ছার সমন্বয়

হেগেলের মতে, রাষ্ট্র হল সামাজিক নৈতিকতার সর্বোৎকৃষ্ট বহিঃপ্রকাশ এবং রাষ্ট্রই এর সদস্যদের নৈতিক মান ঠিক করে দেয়। অধ্যাপক **জোড** (Joad)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, রাষ্ট্রের মধ্যে সব ব্যক্তির ব্যক্তিগত সামর্থ্য যেমন রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্বে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি নাগরিকদের পারস্পরিক নৈতিক সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায় সামাজিক নৈতিকতাতে। এরূপ নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বহন করে রাষ্ট্র।[২১] রাষ্ট্র হল এমন একটি নৈতিক সমগ্র, যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সব ব্যক্তির যুক্তিময় ভাবসত্তা প্রকাশিত হয়। সুতরাং, হেগেলের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হল এক পরম নৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনীতি নৈতিকতারই নামান্তর মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্র তার কর্মপ্রক্রিয়ায় কোনোরূপ নৈতিক সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ নয়। তা সব নৈতিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে বিরাজ করে। কারণ, রাষ্ট্র নিজে নৈতিক আইনের সৃষ্টিকর্তা। **হেগেল** মনে করতেন যে, রাষ্ট্র যেহেতু সামাজিক ন্যায়বোধের বাস্তব প্রতিফলন, সেহেতু ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য হল রাষ্ট্রের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করা। এই কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি তার নৈতিকতা, স্বাধীনতা ও ভাবসত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধন করে।

রাষ্ট্র ও সামাজিক নৈতিকতা

হেগেলের তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্র চরম কর্তৃত্বের অধিকারী। কারণ, রাষ্ট্রের সক্রিয় উদ্যোগেই ব্যক্তিস্বার্থ সাধারণ গণস্বার্থের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে এক সার্থক সংহতি নিয়ে আসে। মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যেই তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন করতে সক্ষম হয়। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবেই মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হতে পারে। **হেগেলের** মতে, রাষ্ট্রই যেহেতু ব্যক্তিকে অধিকার ও স্বাধীনতা দেয়, সেহেতু ব্যক্তি কোনোমতেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবে না। রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারীর কাছে নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণকেই তিনি ব্যক্তির চরম আত্মিক উন্নতির পরিচায়ক বলে মনে করতেন। **হেগেলের**

রাষ্ট্র ও ব্যক্তি

Scanned with CamScanner

মতে, সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের অবাধ ও ব্যাপক কর্তৃত্বই ব্যক্তির মুক্তি সূচিত করে। রাষ্ট্র ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর সংস্থা হওয়ায় হেগেল সরাসরিভাবেই ব্যক্তির রাষ্ট্রদ্রোহিতার অধিকার খারিজ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি জার্মান দার্শনিক কান্টের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কান্ট নৈতিক কারণে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অধিকারের বিরোধিতা করেছেন। হেগেলও তাঁর চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রের বিরোধিতার অধিকারকে নাকচ করে দিয়েছেন। **হেগেলের** দৃষ্টিতে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হল চরম ও চূড়ান্ত। তাই ব্যক্তিগত নৈতিকতার দোহাই দিয়ে কোনো ব্যক্তিমানুষ সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের এই ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারে না। রাষ্ট্র ও ব্যক্তি—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই, রয়েছে এক নিবিড় ঐক্য।

হেগেলের মতে, রাষ্ট্র হল এক আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা এবং আত্মজ্ঞানী ও আত্মপরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তার সর্বোচ্চ নিদর্শন। ব্যক্তিমানুষের অপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করে রাষ্ট্র পূর্ণতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত। এই প্রেক্ষিতে হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনকে সমষ্টিবাদী চিন্তার চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। হেগেলীয় রাষ্ট্র হল একটি সমগ্র বস্তু। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এর অঙ্গীভূত। রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত অংশগুলির নিজস্ব কোনো সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য নেই। রাষ্ট্রের মধ্যেই তারা সার্থকতা খুঁজে পায়। ইতিহাস ও সভ্যতা বিবর্তিত হয়ে রাষ্ট্রে এসে চরম পরিণতি লাভ করেছে। তাঁর মতে, মানবোত্তর কোনো জীবদেহগত বিবর্তনের কথা যেমন ভাবা যায় না,

জীবসত্তা হিসেবে রাষ্ট্র

তেমনি রাষ্ট্রোত্তর কোনো আত্মিক বিবর্তনেরও কল্পনা করা যায় না। **ওয়েপার** বলেছেন যে, হেগেল রাষ্ট্রকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[২২] তাঁর মতে, ব্যক্তিসমূহ রাষ্ট্রের এক-একটি বিশেষ অংশ হওয়ায় তারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীন থাকে। ব্যক্তির যা-কিছু উৎকর্ষ, তা রাষ্ট্রের জন্যই। কারণ, রাষ্ট্র হল নিজেই নিজের লক্ষ্য। জীবদেহের কোনো অংশকে বিচ্ছিন্ন করলে খণ্ডিত অংশের কার্যকারিতা যেমন অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না, তেমনি অংশ হিসেবে ব্যক্তি রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। এইভাবে রাষ্ট্রের জৈব তত্ত্ব উপস্থাপন করে **হেগেল** বলতে চেয়েছেন যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার বাইরে ব্যক্তির কোনো স্বাতন্ত্র্য এবং উন্নতমানের আদর্শ ও নৈতিকতা থাকতে পারে না। এর থেকেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের কারণও খুঁজে পাওয়া যায়। আমার হাত যেমন আমাকে মেনে চলে, তেমনি ব্যক্তিও রাষ্ট্রকে মেনে চলবে।

জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি হেগেলের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর মতে, জাতীয় রাষ্ট্র হল মন (Mind), যা যুক্তি ও বাস্তবতার প্রকাশ। এই বৈশিষ্ট্যই রাষ্ট্রকে বিশ্বের চরম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। কেবল অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র হল সার্বভৌম, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এখানেও কোনো নৈতিক বিবেচনা রাষ্ট্রের স্বার্থপূরণের অবাধ অধিকারকে খর্ব করতে পারে না। এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাষ্ট্র যে-কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে। প্রয়োজন হলে তা যুদ্ধেও লিপ্ত হওয়ার অধিকারী। জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার মধ্য দিয়ে হেগেল তৎকালীন জাতীয় চিন্তা ও ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি

রাষ্ট্র ও যুদ্ধ

বিশ্বাস করতেন যে, কান্টের কল্পিত রাষ্ট্রসমবায় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় পৃথিবী চিরস্থায়ী শান্তি আনতে পারে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি অস্বাস্থ্যকর। অবিরাম শান্তি বিরাজ করলে রাষ্ট্রগুলি বিপথে চালিত হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রকে স্বাবলম্বী এবং সার্বভৌমকে শক্তিশালী করতে হলে যুদ্ধের প্রয়োজন। যুদ্ধের ফলে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হয়। দীর্ঘ শান্তির মধ্যে যখন জাতির জীবন উত্তাল হয়ে ওঠে, তখন যুদ্ধ এসে তাকে প্রশমিত করে জাতির জীবনে পুনরায় শান্তি ফিরিয়ে আনে। **হেগেলের** মতে, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধ হল ইতিহাসের এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। আন্তর্জাতিক আইনকে হেগেল এক ধরনের বাধ্যবাধকতা বলেই মনে করতেন। যুদ্ধকে অতীব বাস্তব সত্য বলে মেনে নিয়ে হেগেল রাষ্ট্রের চরম ও অসীম ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি যুদ্ধকে সমর্থন করেছেন মূলত এই কারণে যে, যুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রের নৈতিক চরিত্র সংরক্ষিত হয়। যুদ্ধের সময় সাধারণ মূল্যবোধগুলি শুধু সংরক্ষিতই হয় না, পরিবর্ধিতও হয়। **হেগেলের** মতে, প্রতিনিয়ত ঝড়ের মধ্যে থাকে বলেই সমুদ্র যেমন মালিন্য থেকে মুক্ত থাকে, তেমনি যুদ্ধের মতো অশান্তিই রাষ্ট্রের নৈতিক প্রকৃতি রক্ষা করে।

হেগেল মনে করতেন যে, যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, সেগুলির মধ্যে সমাজ পরিবারের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আবার, সমাজের থেকে রাষ্ট্র অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, সমাজ পরিবারকে ছাড়িয়ে যায়। এই সমাজ আবার রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং, রাষ্ট্রের কাছে

রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব

ব্যক্তি, পরিবার, নিগম, সমাজ প্রভৃতি নগণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। এইভাবে হেগেল রাষ্ট্রকে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠান বলে প্রতিপন্ন করেছেন। রাষ্ট্রই হল সমন্বয়ের ধারণা এবং ঐক্যের প্রেরণা। **হেগেলের** দৃষ্টিতে রাষ্ট্র তার সার্বিক ইচ্ছারদ্বারা বিশেষ ইচ্ছার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্বকে সমালোচকরা কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। **প্রথমত,** তাঁদের চোখে এই তত্ত্বটি হল বিভ্রান্তিকর, বিপজ্জনক ও ভ্রান্ত তত্ত্ব। হেগেলকে রাষ্ট্রনৈতিক স্বৈরাচারিতার উদ্ভত প্রবক্তা হিসেবে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন। সমালোচকদের মতে, হেগেল ব্যক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্বের কাছে ব্যক্তির সার্বিক আত্মসমর্পণের কথা বলে তিনি ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলিদান করতেও দ্বিধা করেননি। সি. ই. এম. জোড (C.E.M. Joad) মন্তব্য করেছেন যে, হেগেল ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছেন।[২৩] তাঁর ভাববাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক। হেগেল এই সত্যটি উপলব্ধি করতে চাননি যে, রাষ্ট্র ব্যক্তিমানুষের কল্যাণের জন্য সংগঠিত হয়েছে; ব্যক্তিমানুষ রাষ্ট্রের জন্য নিবেদিত নয়। ওয়েপার বলেছেন যে, রাষ্ট্রকে যন্ত্র হিসেবে যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের তুলনায় অধিকতর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে হেগেল ব্যক্তিকে রাষ্ট্র নামক লেভিয়াথান (Leviathan) বা অতিকায় একটি সামুদ্রিক জীবের করাল গ্রাসে সমর্পণ করেছেন।[২৪]

ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেলের ধারণা অবশ্যই অধিবিদ্যক (metaphysical)। তিনি রাষ্ট্রের ওপর দেবত্ব আরোপ করেছেন এবং রাষ্ট্রকে নৈতিক সমালোচনার ঊর্ধ্বে রেখেছেন। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য স্বভাবতই প্রমাণসাপেক্ষ নয়, অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি রাষ্ট্রকে ঐশ্বরিক সংস্থার পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। রাষ্ট্রের এই ঐশ্বরিক ও আদর্শ রূপের ধারণাই উত্তরকালে নাৎসি ও ফ্যাসিস্টদের বিশেষ অবলম্বন হয়ে ওঠে। এই হেগেলীয় ধারণাই হিটলার, মুসোলিনি, বিসমার্ক প্রমুখ স্বৈরাচারী নেতাকে চরম ক্ষমতা ভোগ-দখলে উদ্দীপিত করেছিল বলে অনেকে মনে করেন। হেগেল তাঁর

ফ্যাসিবাদের ওপর প্রভাব

চিন্তায় এমন তত্ত্বকে স্থান দিয়েছিলেন, যা ফ্যাসিবাদকে জোরদার করেছিল। আধুনিককালের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলনের প্রেক্ষিতে হেগেলের রাষ্ট্রদর্শনের আর-কোনো প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা আছে বলে অনেকে মনে করেন না। বস্তুত, হেগেল রাষ্ট্র ও সমাজ—উভয়ের পৃথক এলাকা বা অবস্থানকে বুঝতে পারেননি।[২৫] রাষ্ট্র ছাড়াও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর যে পৃথক স্বাধীন সত্তা আছে, এ কথা উপলব্ধি করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। যুদ্ধকে সমর্থন এবং জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে হেগেল অতি-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, তৎকালীন সমাজের সমস্যাবলির প্রেক্ষিতে হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তার অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা ছিল। সেই সময় জার্মান মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তিনি প্রবল রাষ্ট্রশক্তির উপযোগিতা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। ভাববাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের

গুরুত্ব : বাস্তব-সচেতনতা

যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি জার্মান জাতীয়তাবাদের যুক্তিটিকেই প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে হেগেলকে বাস্তব-সচেতন চিন্তাবিদরূপে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে এবং তাঁর অধিবিদ্যক রাষ্ট্রতত্ত্বেরও একটি অতি বাস্তব ভিত্তি শনাক্ত করা যায়। তিনি বহুধা বিভক্ত জার্মানিতে একটি অখণ্ড জাতিসত্তা গড়ে তোলার উদ্দেশে প্রবল রাষ্ট্রশক্তির অধীনে জার্মানদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

এস. অ্যাভিনেরি (S. Avineri) প্রমুখ পণ্ডিতের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, হেগেলের ভাষা ও জটিল বাক্যবিন্যাসের জন্য তাঁর তত্ত্বের সঠিক ব্যাখ্যা করা হয়নি। হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র হল 'মর্তের বুকে ঈশ্বরের পদসঞ্চার' (March of God on Earth)। কিন্তু

Scanned with CamScanner

অ্যাভিনেরি তাঁর *হেগেলস্ থিওরি অব্ দ্য স্টেট (Hegel's theory of the State, 1972)* নামক গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, উক্ত উদ্ধৃতিটি জার্মান ভাষা থেকে সঠিকভাবে অনূদিত হয়নি। হেগেল এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, রাষ্ট্র মানুষের খুশিমতো তৈরি কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থা নয়। অভিনেরির গবেষণা থেকে এ কথাও জানা যায় যে, হেগেল কোনো অবস্থাতেই বিদ্যমান কোনো রাষ্ট্রের কথা নির্দেশ করেননি। সুতরাং, হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্বকে জার্মান রাষ্ট্রব্যবস্থার গৌরবগাথা বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। হেগেলীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রধান ও উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল এই যে, তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে লক্ষ করেছেন মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধির সর্বোত্তম প্রকাশ এবং উন্নত নৈতিক ভাবের বাস্তবায়ন। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে নৈতিক ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে হেগেল ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে এক চিরন্তন ঐক্যের সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন।

সাম্প্রতিক গবেষণা

পুরসমাজ ও হেগেল (Civil Society and Hegel)

আধুনিকতার দার্শনিক হিসেবে **হেগেলই** সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে পুরসমাজ থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক ক'রে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সময়ে ইউরোপীয় সমাজে রাজনৈতিক ও 'পৌর' ব্যবস্থার মধ্যে পৃথকীকরণের যে-প্রক্রিয়া গড়ে উঠেছিল, তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তাঁর তত্ত্বের মধ্যে। **হেগেলের** মতে, রাষ্ট্র সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও পুরসমাজের অস্তিত্ব কখনোই ধ্বংস করতে পারে না। বস্তুত, বৃহত্তর সমাজে পুরসমাজের যে-গঠনমূলক ভূমিকা আছে, হেগেল তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। **স্যাবাইন** বলেছেন যে, হেগেলের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও পুরসমাজের মধ্যে সম্পর্ক একদিকে পারস্পরিক পার্থক্য এবং অন্যদিকে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল ছিল।[২৬] পুরসমাজ রাষ্ট্রের একটি সহায়ক সংস্থা হলেও সমমর্যাদাসম্পন্ন নয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে পুরসমাজের সম্পর্ক যদিও উর্ধ্বতনের সঙ্গে অধস্তনের সম্পর্কের মতো, তথাপি এই সম্পর্ক হল পারস্পরিক।

ভূমিকা

জ্ঞানদীপ্তির যুগে ধ্রুপদি রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ কর্তৃক পৃথক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপস্থাপন না-হওয়া পর্যন্ত পুরসমাজের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পৃথক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উদ্ভবের সঙ্গে পুরসমাজের ধারণা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। শিল্প বিপ্লবের ফলে পশ্চিমি জগতের সমাজজীবনে পুঁজিবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অর্থনীতির স্বাধীন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা। ধ্রুপদি রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদরা এই ক্ষেত্রটিকে পুরসমাজের ক্ষেত্র বলে অভিহিত করেন। তাঁদের কাছে শিল্পসমাজের জটিল শ্রম বিভাগ, উৎপাদনের কেন্দ্রিকতা এবং অর্থনৈতিক বিনিময় পুরসমাজের মধ্যে প্রতিফলিত। জ্ঞানদীপ্তি যুগের চিন্তাবিদ অ্যাডাম স্মিথ রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর মতে, অর্থনীতির প্রক্রিয়াগুলি তাদের নিজস্ব আইনের দ্বারা শাসিত এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। তিনি রাষ্ট্রকে 'অবাধ বাণিজ্য' (Laissez faire) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হিসেবে দেখেছেন। আইন শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা, যোগাযোগ রক্ষা প্রভৃতির মধ্যে এর কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকে। এইভাবে পুরসমাজ ধারণাটি মুক্ত বাজার অর্থনীতির বৈধ সন্তান হিসেবে গড়ে উঠেছে। ধ্রুপদি রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রবক্তারা মনে করেন যে, বাজার এমনই একটি ক্ষেত্র, যেখানে মানুষ অংশগ্রহণ করে স্বাধীন ক্রেতা ও বিক্রেতা হিসেবে এবং যেখানে অর্থনৈতিক বিনিময়ের পাশাপাশি সামাজিক আদানপ্রদানও ঘটে। এইভাবে জ্ঞানদীপ্তিযুগের চিন্তাধারায় পুঁজিবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতির ফল হিসেবে গড়ে-ওঠা আধুনিক বাণিজ্যভিত্তিক সমাজকে পুরসমাজরূপে চিহ্নিত করা হয়। এরূপ ধারণায় পুরসমাজের ক্ষেত্রটিকে সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়েছে।

ধ্রুপদি রাজনৈতিক অর্থনীতি ও পুরসমাজ

ধ্রুপদি রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদরা পুরসমাজের বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকলেও তাঁরা মূলত শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীন পুরসমাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু আত্মস্বার্থ রক্ষাকারী ব্যক্তিবর্গের ক্রিয়াকলাপ যে পুরসমাজকেই ধ্বংস করতে পারে, সেদিকে তাঁরা আলোকপাত করেননি। উনিশ শতকে হেগেল পুরসমাজের রহস্য উদ্‌ঘাটন

বিকল্প ধারা

ক'রে এরূপ সমস্যার সমাধানের জন্য সচেষ্ট হন। এর ফলে তিনি উদারনৈতিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত পুরসমাজের ধ্যানধারণা থেকে সরে এসে এক বিকল্প ধারা উপস্থাপন করেন।

অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ ধ্রুপদি রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদের দ্বারা হেগেল গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের মতো হেগেলও পুরসমাজকে আধুনিক জগতের কল হিসেবে দেখেছেন। তিনিও দেখিয়েছেন যে, পুরসমাজ হল এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সমাজে ব্যক্তিরা কাজ এবং ব্যবসায় নিযুক্ত হতে পারে। বাজারের ক্ষেত্র হল পুরসমাজের ক্ষেত্র। হেগেলের মতে, পুরসমাজ হল প্রয়োজনীয় নানাবিধ স্বার্থপূরণের ব্যবস্থা (system-of needs)। এইসব স্বার্থের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল অর্থনৈতিক স্বার্থ, বা পূরণের জন্য মানুষকে নানাবিধ সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। এইসব সামাজিক সংগঠনের সম্মিলিত রূপই হল পুরসমাজ। **হেগেল** মনে করতেন যে, রোমান আইন, খ্রিষ্টধর্ম এবং জ্ঞানদীপ্তির যুগে যে-বিষয়ীগত স্বাধীনতার উদ্ভব হয়েছিল, ব্যক্তির সেই স্বাধীনতা পুরসমাজের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্র হিসেবে পুরসমাজ হল প্রগতিশীল, জ্ঞানদীপ্তিবোধক এবং মুক্তিকামী। এখানে ব্যক্তি বৈধভাবে তার আত্মস্বার্থ রক্ষা করে এবং তার সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়।

হেগেলের ধারণা

হেগেল পুরসমাজ সম্পর্কে ধ্রুপদি রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য অনুসরণ করলেও কয়েকটি দিক থেকে পূর্বেকার তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর তত্ত্বের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। **প্রথমত,** তিনি পুরসমাজের ধারণাটিকে সম্প্রসারিত করেছেন এবং একে অর্থনীতির সঙ্গে অতিমাত্রায় এক ক'রে দেখা থেকে বিরত থেকেছেন। **হেগেলের** মতে, পুরসমাজ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বাজারনীতিকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠলেও এর একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, যা অর্থনীতির থেকে পৃথক। তাঁর তত্ত্ব অনুসারে, পুরসমাজের সামাজিক আচার-আচরণ পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ঐতিহাসিক দিক থেকে পুরসমাজ হল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, যার মাধ্যমে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার থেকে চরম প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের উত্তরণ ঘটে। পুরসমাজকে পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী একটি নৈতিক স্তর বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। পরিবার ও রাষ্ট্র উভয়ের থেকেই পুরসমাজ স্বতন্ত্র। প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের বিকাশ ঘটে। পরিবারের সদস্যরা সকলেই ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এর ভিত্তি হল সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসা। অপরদিকে, নৈতিক জীবন রাষ্ট্রের সর্বজনীনতার মধ্যে চরমরূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু পুরসমাজ হল ব্যক্তির স্বার্থ সন্ধানের মুক্ত-ক্ষেত্র। এখানে ব্যক্তির বিশেষ স্বার্থ এবং বিভেদকামী চিন্তার প্রাবল্য দেখা যায়। পরিবার থেকে রাষ্ট্রে উত্তরণের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হল এই পুরসমাজ। কারণ, এই পর্যায়ে বিশেষীকরণ এবং সর্বজনীনতা—আধুনিক সমাজের এই দুটি নীতির মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য প্রয়াস চালানো হয়। সুতরাং, হেগেলের তত্ত্বে পুরসমাজকে উদারনৈতিক তত্ত্বের মতো নেতিবাচক দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়নি। কারণ, তাঁর মতে, পুরসমাজ হল এমন একটি সক্রিয় পর্যায়, যেখানে বিশেষ ও সাধারণের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের সমাধান করা হয়। এর ফলেই সম্বাদ (Synthesis) হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে।

হেগেলের ধারণার অভিনবত্ব

পুরসমাজ-সংক্রান্ত তত্ত্বে হেগেলের **দ্বিতীয় অবদান** হল পুরসমাজে ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমাজের নৈতিক জীবনের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি। অ্যাডাম স্মিথের মতো তিনি ব্যক্তির আত্ম-স্বার্থ রক্ষাকে প্রগতিশীল সমাজের ভিত্তি হিসেবে দেখেননি। হেগেলের মতে, আত্ম-স্বার্থরক্ষামূলক কাজ নৈতিক জীবনকে ধ্বংস ক'রে দেয়। তাই তিনি গ্রিক রাষ্ট্রের জয়গান গেয়েছেন। আধুনিক সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নৈতিক জীবনের অনুপস্থিতিতে পুরসমাজ নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, হেগেলের মতে, পদ্ধতিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত—উভয় দিক থেকেই পুরসমাজকে সংগঠিত করতে হবে। পুরসমাজ হল এমন একটি ঐতিহাসিক ক্ষেত্র, যেখানে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ঘটে এবং সে বুঝতে পারে যে, নৈতিক সমাজের মধ্যেই তার স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হয়। পুরসমাজ হল বহুমুখী ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষেত্র। এই ব্যক্তিস্বার্থ বলতে ব্যক্তির বিষয়ীগত স্বার্থকে বোঝায়, যা সমাজের সাধারণ স্বার্থ থেকে পৃথক। পুরসমাজে যে-স্বাধীনতা থাকে, তা হল আংশিক। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন

Scanned with CamScanner

নৈতিক ঐক্য। হেগেলের মতে, পুরসমাজের ক্ষেত্রের মধ্যেই নৈতিক সমাজের মাধ্যমে বিশেষ ও সার্বিকের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

হেগেল পুরসমাজের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতাও লক্ষ করেছেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদানপ্রদান হল শিল্প-সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা গড়ে তোলে। তাদের দৈনন্দিন কাজও হল সামাজিক। ব্যক্তিস্বার্থ সমাজের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়। অর্থনৈতিক বিনিময়ের বিকাশ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও সামাজিক ঐক্য বর্ধিত করে। এইভাবে পুরসমাজের জীবনধারায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পাশাপাশি এক বিপরীত প্রবণতা গড়ে ওঠে। এর ফলে এক ধরনের সার্বিকতা ব্যক্তিস্বার্থের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। কিন্তু হেগেল মনে করতেন যে, পুরসমাজের মধ্যে এই সার্বিকতা বা সামাজিক ঐক্য ভ্রূণ অবস্থায় থাকে, পরিস্ফুট কিংবা স্বীকৃত অবস্থায় নয়। তাই একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

মধ্যস্থতাকারী ব্যবস্থা

হেগেল পুরসমাজের মধ্যে কয়েকটি মধ্যস্থতাকারী ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। এই ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির নিজেদের মধ্যে এবং ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। **প্রথম ধরনের** মাধ্যম হল জন-কর্তৃপক্ষ যেমন—ন্যায়বিচার ব্যবস্থা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান এবং পুলিশ। এগুলি সাধারণত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু হেগেল এগুলিকে পুরসমাজের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই সংস্থাগুলি ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা এবং জনকল্যাণ সুনিশ্চিত করে। এগুলি বাজারের ক্রিয়ার তত্ত্বাবধান ক'রে থাকে। **দ্বিতীয় ধরনের** সংস্থাগুলি হল শ্রেণি, 'এস্টেট' ('estate') এবং নিগম (corporation)। পুরসমাজের মধ্যস্থতাকারী সংস্থা হিসেবে এদের কাজকর্ম ও গুরুত্ব সম্পর্কে হেগেল বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।[২৭] এই ধরনের সংস্থাগুলিকে তিনি মানবজীবনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, এগুলি ছাড়া নাগরিকরা অবয়বহীন জনতায় এবং ব্যক্তি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন মানবিক একক-এ পরিণত হবে। মানুষের ব্যক্তিত্ব কেবল অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধনেই গড়ে ওঠে বলে তিনি মনে করতেন। হেগেলের মতে, মানুষ জন্ম ও পেশা সূত্রে কোনো একটি সামাজিক শ্রেণির সদস্য। এই শ্রেণির সদস্যপদ ব্যক্তিকে সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলে। তিনি মনে করতেন যে, যদিও সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে এই শ্রেণিগুলির ভূমিকা সীমাবদ্ধ, তথাপি এগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের থেকে অনেক বেশি প্রগতিশীল।

'এস্টেট'

রাজনৈতিকভাবে শ্রেণিগুলি 'এস্টেট' হিসেবে সংগঠিত হয়। এইসব এস্টেট কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কাজকর্ম ক'রে থাকে। স্থানীয় স্তরে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করা, জনমত গঠন করা, রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তি ও সংঘগুলির প্রতিনিধিত্ব করা প্রভৃতি হল এস্টেটগুলির কাজ। সেগুলি ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। এইভাবে তাদের মাধ্যমে বিশেষ এবং সার্বিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।

নিগমবাদ

হেগেলের মতে, নিগমগুলি হল নৈতিক সামাজিকীকরণের হাতিয়ার। এগুলি পুরসমাজের নৈতিক উৎস বলে বিবেচিত হয়। নিগমগুলি ব্যবসায়ী শ্রেণির সদস্যদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান ক'রে থাকে। এগুলির মাধ্যমে ব্যক্তি তার পরিচিতি লাভ করে এবং একসঙ্গে থাকার মনোভাব গড়ে তোলে। নিগমগুলি তাদের সদস্যদের ওপর নিয়মশৃঙ্খলা ও কর্তব্য আরোপ করে। তারা এক ধরনের চাপ সৃষ্টিকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সমাজে তাদের সদস্যদের স্বার্থ রক্ষাকারী হিসেবে কাজ ক'রে থাকে। হেগেল আইনসভায় নিগমগুলির প্রতিনিধিত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে, এই ধরনের রাজনৈতিক স্বীকৃতি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত গোষ্ঠীসমূহের আবির্ভাব প্রতিহত করে। তাঁর ধারণা অনেকাংশে উদারনৈতিক নিগমবাদের সমপর্যায়ভুক্ত। তবে এলিটগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি গণতন্ত্রের বিরোধিতাই করেছেন।

মূল্যায়ন (Evaluation)

হেগেল মনে করতেন যে, পুরসমাজের মধ্যে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির সুযোগ থাকলেও পুরসমাজ তার

অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনা ও সামর্থ্য দিয়ে তার মধ্যে গড়ে-ওঠা প্রতিযোগিতা, বিভেদ, অনৈক্য প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করতে পারে না। পুরসমাজের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাবের বীজ নিহিত থাকলেও ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে ব্যক্তির সামর্থ্য সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন। হেগেল বিশেষ ও সার্বিকতাকে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে না করলেও সার্বিকতাকে বিশেষের ওপরে স্থান দিয়েছিলেন। তাই বলে রাষ্ট্রের চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে পুরসমাজ পর্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য এবং অনেক বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও এর অবস্থান রাষ্ট্রের নীচে বলে তিনি মনে করতেন। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতো হেগেলও রাষ্ট্রকে নৈতিক সমগ্ররূপে দেখেছেন। ব্যক্তি ও পুরসমাজ হল এর অংশ। অংশ কখনো সমগ্রের মতো অগ্রাধিকার পায় না। পুরসমাজ আংশিকভাবে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারে। কিন্তু সমন্বয়সাধনের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকে।

প্রথমত, হেগেল ছিলেন তাঁর সমকালীন সমাজের দার্শনিক। তাই সেই সমাজের মূল্যবোধগুলিকে তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। ওই মূল্যবোধগুলি হল সম্পত্তির মূল্যবোধ, রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা, গণতন্ত্রের বিরোধিতা প্রভৃতি। হেগেল পুরসমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য লক্ষ করলেও বিত্তবান ও সম্পত্তিহীন শ্রেণির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, তা তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। পরবর্তীকালে মার্কস এই শ্রেণিকে অন্যতম শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। **দ্বিতীয়ত,** হেগেল সম্পত্তিকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক বলে মনে করতেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান যে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত ক'রে গড়ে ওঠে, তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। **তৃতীয়ত,** তিনি অনুধাবন করতে পারেননি যে, পুরসমাজের দ্বন্দ্ব কেবল ব্যক্তিস্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, শোষণমূলক কাঠামোর ওপরেও প্রতিষ্ঠিত। **পরিশেষে,** তিনি রাষ্ট্রকে নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছেন; কিন্তু রাষ্ট্র যে বিত্তবান শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে, তা তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। তবে সাম্প্রতিককালের রাষ্ট্রচিন্তায় 'পুরসমাজ' ধারণাটির বিকাশে হেগেলের অবদান অনস্বীকার্য।

স্বাধীনতার ধারণা (Concept of Freedom)

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতার তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। হেগেলের দর্শনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর স্বাধীনতার তত্ত্ব। তিনি স্বাধীনতাকে মানুষের মৌল সত্তা হিসেবে দেখেছেন। এটি হল মানুষের একটি বিশেষ গুণ। স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার অর্থ হল মানবতাকেই অস্বীকার করা। হেগেল তাঁর *ফিলসফি অব্ রাইট* নামক গ্রন্থে স্বাধীনতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তবে হেগেলীয় দর্শনে রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার ধারণাটি গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি রুশো বা মঁতেস্কুর মতো গণতান্ত্রিক দৃষ্টি নিয়ে কিংবা বেন্থাম ও মিলের মতো উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাধীনতার ধারণাটিকে আলোচনা করেননি। হেগেলের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত ধারণা প্রাচীন গ্রিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই অর্থে যে, গ্রিক চিন্তাবিদদের মতো তিনিও বলেছেন যে, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ কেবল রাষ্ট্রের মধ্যেই সম্ভব।

হেগেলের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা

হেগেলীয় দর্শনে স্বাধীনতার অর্থ হল সম্পূর্ণ স্বনিয়ন্ত্রণ। কোনো বহিঃকেন্দ্র স্বাধীনতার উৎস হতে পারে না। সে নিজেই নিজের কেন্দ্র। নিজেকে নিজের দ্বারা পরিচালিত করাই হল স্বাধীনতা। তবে জৈবিক প্রবৃত্তি ও আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া কখনোই স্বাধীনতা হতে পারে না। হেগেলের মতে, যুক্তি বা সংগতি যখন জৈবিক তাড়নাগুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়, তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা বিকশিত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার ধারণাকে 'ইচ্ছা' (Will)-র প্রকাশ হিসেবে হেগেলীয় তত্ত্বে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'ইচ্ছা' বলতে যুক্তি বা সংগতির প্রকাশকেই বোঝানো হয়েছে। হেগেল নিজেই বলেছেন যে, ইচ্ছার ধারণা হল সেই সাধারণ ইচ্ছার ধারণা, যা স্বাধীন ইচ্ছাকেই কামনা করে।[২৮] তাঁর মতে, ইচ্ছা হল এক শাশ্বত, সর্বজনীন, আত্মসচেতন ও আত্মনির্ভর শক্তি এবং তা হল এক বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত যুক্তির প্রকাশ। বস্তুত, হেগেল স্বাধীনতার ধারণাটি বিশ্লেষণ করেছেন

ইচ্ছার প্রকাশ হিসেবে স্বাধীনতা

Scanned with CamScanner